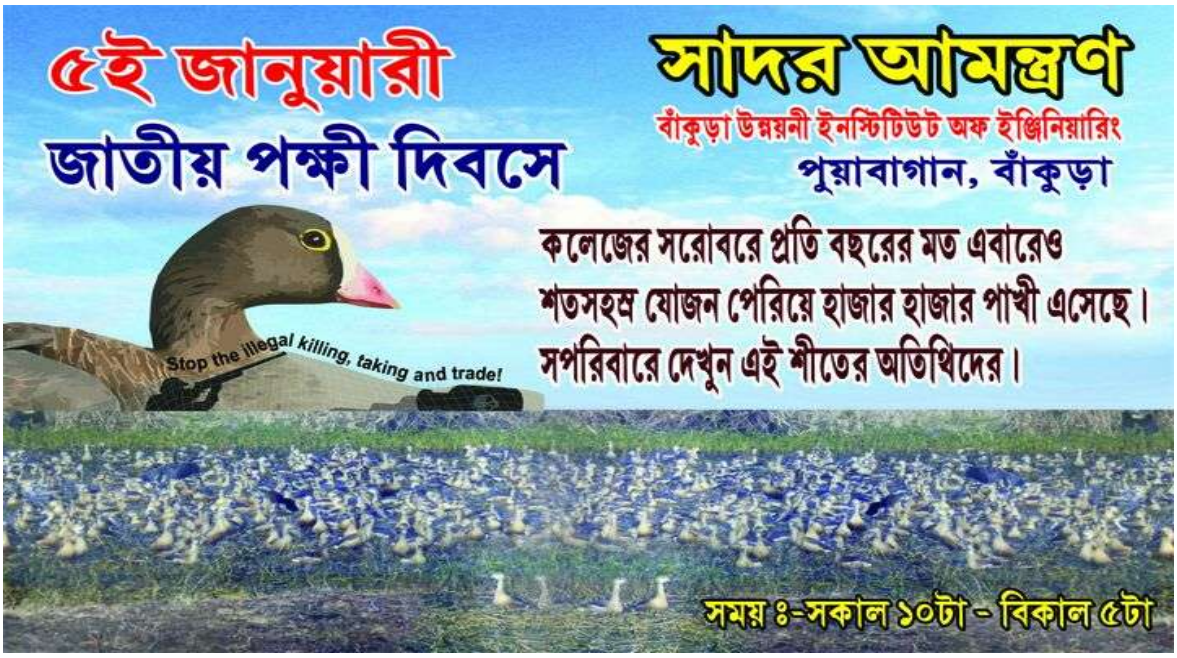

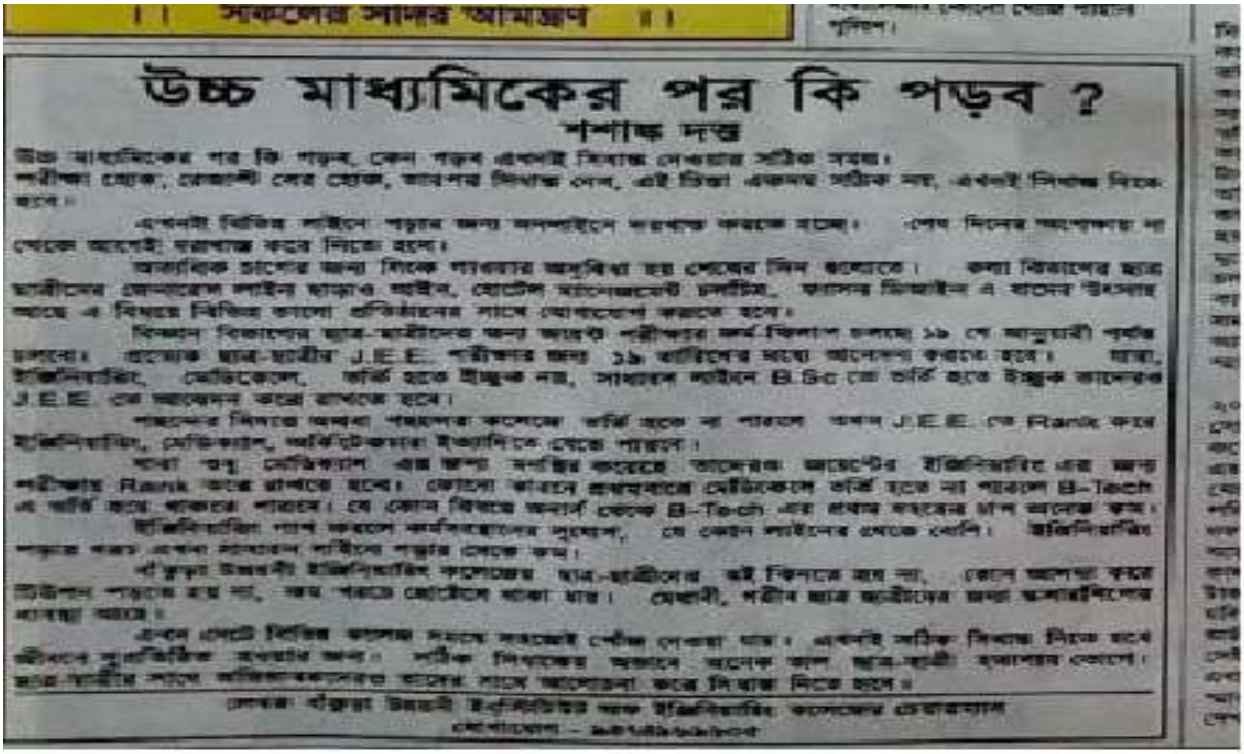

সাদর আমন্ত্রণ

উচ্চ মাধ্যমিকের পর কি পড়ব ?

শশাঙ্ক দত্ত

Sambad pratidin @17.01.2018

পরিযায়ী পাখি দেখতে বাঁকুড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এখন ভিড় জমাচ্ছে কচিকাঁচারাও

মধুসূদন চ্যাটার্জি □ বাঁকুড়া

১৩ই জানুয়ারি — না, পথ চিনতে কোনও ভুল হয়নি। জঙ্গল, নদী, পাহাড় ও হাজারো মাইল সমুদ্র পেরিয়ে পরিযায়ী পাখির দল পৌঁছে গেছে তাদের মরশুমি ঠিকানা বাঁকুড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে পোয়াবাগানে বাঁকুড়া উন্নয়নী ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পুকুরে এখন সহস্রাধিক পরিযায়ী পাখি বাসা বেঁধেছে।

বাঁকুড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পুকুরের আকাশজুড়ে পরিযায়ী পাখির দল।

কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের দেখার জন্য গত ৫ই জানুয়ারি পক্ষী দিবসের দিন কলেজের গেট খুলে দেন। একদিনে পাখি দেখার আশ মেটেনি। স্থানীয় ও বাঁকুড়া শহরের মানুষের আগ্রহ দেখে প্রায় প্রতিদিনই কলেজের গেট খোলা থাকছে। মানুষ আসছেন, পাখিও দেখছেন। তবে পাখির দলকে বিরক্ত করেননি কেউ। পাখির দলের ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন তাঁরা। বিশেষ করে কচিকাঁচাদের আনন্দ আর ধরে না। বড়রা হাততালি দিতে বারণ করছেন। তবে কচিহাতে হাততালি, সঙ্গে খিলখিল হাসি চলছে। পাখিদের ডানার ঝাপটানি আর একসঙ্গে নানা বর্ণের পাখির ডাকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরিবেশটাই আলাদা মাত্রা পেয়েছে।

গত ১০বছর ধরে এই পরিযায়ী পাখিরা বাঁকুড়া ইঞ্জিয়ারিং কলেজের অতিথি হয়ে আসছে। প্রতিবছরই তারা সংখ্যায় বাড়ছে। মূলত সাইবেরিয়া সহ উত্তর গোলার্ধের নানা জায়গা থেকে নভেম্বর মাসের শেষ দিকে আসে এই পাখিরা। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত থাকে। এলাকার মানুষের বক্তব্য, বাঁকুড়ার আশেপাশে এত পাখি আসে না। প্রশ্ন উঠেছে, পাখিরা এই জায়গাটিকেই বেছে নিল কেন। সাধারণভাবে বলা যায় শহরের শেষ প্রান্তে এই গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে পোয়াবাগানের নিস্তব্ধতা এখানকার প্রধান আকর্ষণ। কলেজের পশ্চিম প্রান্তে বিশাল আকারের পুকুর।

শনিবার পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে কলেজের চেয়ারম্যান শশাংক দত্ত জানান, আমরা পুকুরটির সংস্কার করিনি। কেননা সংস্কার করলে আর কোনও পাখি আসবে না। তিনি জানান, সাঁতরাগাছি ঝিলে আগে প্রচুর পাখি আসত। ঝিলটি সংস্কার করার পরে আর আসে না। পাখির খাবারই হলো পুকুরে জন্মানো জলজ উদ্ভিদ। পাখিরা এসে কচুরিপানা শেষ করে দেয়। খাবারের সন্ধানে তাদের অন্য কোথাও যেতে হয় না। পুকুরের খাবার খেয়েই ওরা ৪ মাস কাটিয়ে দেয়। এতে আমাদের লাভও আছে। কচুরিপানা তুলতে যা খরচ হতো সেটা বাঁচে। পুকুরে যে মাছ ছাড়া আছে পাখির দলের বিষ্ঠাতে সেই মাছও বাড়ে। কোনও সার দিতে হয় না।

সবচেয়ে বড় পাওনা, এই কমাস কলেজের পরিবেশটাই পালটে যায়। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকশিক্ষিকা যখনই সময় পান পাখি দেখতে হাজির হন। আনন্দে ভরে ওঠে মন। এখানে পাখির দল বাচ্চা দেয়। তারা উড়তেও শেখে এখানেই। জন্ম, বেড়ে ওঠার পরে গরম পড়লে এখান থেকে উড়ে যায় পাখিরা। গত ১০বছর ধরে এখানকার মানুষের সকালের ঘুম ভাঙে পাখির কলরবে। সন্ধ্যায় হাজারো পাখি শেষ কয়েকবার আকাশে পাক খেয়ে সময়ের জানান দেয়। নিরাপত্তার ভরসায় ওরা বছরের পর বছর ছুটে আসে বাঁকুড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। অতিথি হয়ে।

From Ei samaay @14.1.2018

ABP 6/1

দক্ষিণবঙ্গ

■ ওড়াউড়ি: শীতে বাঁকুড়ার পোয়াবাগান এলাকার উন্নয়নী ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাসে ঝিলে দেখা মেলে পরিযায়ী পাখিদের। শুক্রবার ৫ জানুয়ারি, 'জাতীয় পক্ষীদিবস'-এর দিনে নানান কর্মসূচি নিলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। ছবি: অভিজিৎ সিংহ

From Anandabazar patrika @6.1.2018

From Bartaman Patrika @6.1.2018

কেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব ?

কানে কম শুনছেন, শ্রবণ পরীক্ষা করতে চান,
কানের মেশিন কেনার কথা ভাবছেন?
মানভূম স্পিচ এন্ড হিয়ারিং ক্লিনিক, পুরুলিয়া
9647261950

Our respected chairman Mr.Sasanka Dutta’s coverage.

বিদ্যুৎ চালিত ঢেঁকিতে বিনামূল্যে পিঠের জন্য চাল ভাঙানোর সুযোগ

বাঁকুড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিদ্যুৎ চালিত ঢেঁকি। ছবি : মধুসূদন চ্যাটার্জি

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাঁকুড়া, ১১ই জানুয়ারি— বিনা পয়সায় ঢেঁকিছাঁটা চালের পিঠে খেতে চান? চলে আসুন বাঁকুড়া উন্নয়নী ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। তৈরি পিঠে নয়, যে চালের গুঁড়ো দিয়ে আপনি পিঠে বানাবেন সেটা পেয়ে যাবেন এখানে। যত ইচ্ছা চাল নিয়ে এখানে ভাঙানো যাবে। বৃহস্পতিবার কলেজের চেয়ারম্যান শশাঙ্ক দত্ত এই খবর জানান। তিনি বলেন, সামনের রবিবার মকর সংক্রান্তি। বাংলার পিঠে পার্বণ। মানুষ এখন ঢেঁকিছাঁটা চালের পিঠের স্বাদই ভুলে গেছেন। আমরা ঠিক করেছি শুক্র ও শনিবার কলেজের যন্ত্রচালিত ঢেঁকিতে যিনি চাল নিয়ে আসবেন তিনিই গুঁড়ো করে নিয়ে যেতে পারবেন। এর জন্য কোনও পয়সা লাগবে না। কাঠের ঢেঁকির চেয়ে এর পরিশ্রমও কম। অনেকটা চাল ভাঙা যাবে। স্বাদও কাঠের ঢেঁকিতে ভাঙানো চালের মতো।

প্রসঙ্গত, গত দুবছর আগেই বাঁকুড়ার এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যন্ত্রচালিত ঢেঁকির আবিষ্কার করেন। পেটেন্টের জন্যও আবেদন করা হয়েছে বলে শশাঙ্ক দত্ত জানান। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই ধান থেকে এই ঢেঁকির মাধ্যমে চাল তৈরি হয়েছে। এই ঢেঁকি কালিসেন সমবায় সমিতিতেও বসানো হয়েছে। বর্তমানে এর দাম পড়ছে এক একটি ৪৮ হাজার টাকা। ঢেঁকিছাঁটা চালের চাহিদা ব্যাপক। এই ঢেঁকিতে ছাঁটা চালে যে পালিশটি থেকে যায় তা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। মানুষও তা বুঝেছেন। চাহিদা বাড়ছে বৈদ্যুতিক ঢেঁকির। তিনি জানান কলেজের মধ্যে যারা স্কুলছুট রয়েছে তাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ১১টি বিষয়ের অনুমতি মিলেছে। খুব শীঘ্রই প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হবে। এতে বহু যুবকের কাজ মিলবে।

সরকারি দামে ধান কেনার

জীবনাবসান

ক্যুই
স্কুলে

নিজস্ব সংবাদদা
জানুয়ারি— বিদ্যাসা
উদ্যোগে বিদ্যাসাগ
কর্মকাণ্ড নিয়ে ক্যুই
বক্তৃতা প্রতিযোগিতা
সেই প্রতিযোগিতায়
প্রথম হয় তাদের বি
প্রতিযোগিতা। টাম
আবাসিক বালিকা
প্রতিযোগিতায় অংশ
বিদ্যাপীঠ, ভুরকু অ
বেনর্কুড়ি উক্ত বিদ্যা
আবাসিক বালিকা

রঘুনা
খুব

নিজস্ব সংবাদদা
১১ই জানুয়ারি— ফে
নিয়ে গোটা হাসপাত
হুলুস্থুল। ঘটনাস্থল
সুপার স্পেশালিটি
ঘটনার তীব্রতায়
প্রত্যক্ষদর্শীরা। বৃহস
হাসপাতালে সেই সম
পরিবারের সদস্যরা
আগে পুরুলিয়া সদ
একই ঘটনা ঘটেছি
পরেও যে স্বাস্থ্য
নড়েনি তাঁর প্রম
সুপার স্পেশালিটি
ঘটনা। জেলাশাসক
রায় বলেছেন, ঘটন
পেয়েই তিনি স্বাস্থ্য
প্রশাসনের কাছে
জানতে চেয়েছেন।